

শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন



নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

৪৪

তম

জাতীয় সমাবেশ

বিশেষ ফ্রোডপত্র

২৯শে মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ



বিশেষ ফ্রোডপত্র



সহযোগিতায় তথ্য অধিদপ্তর এবং লন্সিট্র এবং প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বানী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গবন্দন, ঢাকা।

২৯ মাঘ ১৪৩০
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা ও জনসম্পত্তি বাহিনী। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল প্রয়োজনে আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মত্যাগকারী বীর আনসার সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর সদস্যরা সহস্রসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এ বাহিনী যুব ও নারীদেরকে বিভিন্ন পেশায় বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত সমৃদ্ধ “মার্ট বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে এ বাহিনীর কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে হবে।

আমি আশা করি, “শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা” - এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সোনার বাংলা আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জননিরাপত্তায় সদা নিয়োজিত থাকবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোনা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



বানী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের সর্ববৃহৎ জনসম্পত্তি ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে এ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে দেশ সেবা ও মানবতার ব্রত নিয়ে এ বাহিনীর সদস্যগণ বিবেচিত প্রশ্নে অতন্ত প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মোট ৪২টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৬টি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে “অপারেশন উত্তরণ” এ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাকি ২৬টি আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সমতল এলাকায় কর্মরত থেকে জননিরাপত্তা ও দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনায় ৫৫ হাজারের অধিক অঙ্গীভূত আনসার সদস্য নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে। এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত তাদের কর্মদক্ষতা আর সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

২০২৩ সালে বিনেপিস-জামাত কর্তৃক অহুত হরতাল, অবরোধে সহিংসতা প্রতিরোধ করে যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে “অপারেশন সুরক্ষিত যাতায়াত” পরিচালনা করে। এছাড়া সারাদেশের রেল লাইন রক্ষায় ১৩ হাজার আনসার-ভিডিপি সদস্য এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরো ২৭০০ অঙ্গীভূত আনসার নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে রেল যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা করছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র, ব্যালট বক্সের নিরাপত্তা ও ভোটের পরিবেশ নিবিড় রাখতে ৫ লাখ ১৭ হাজার ১৪৩ জন আনসার ও ভিডিপি নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ৮৫০০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য সেকেন্স ফরমেশনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের ফলে জাতি একটি আবধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার পেয়েছে। এই মহান কর্মক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল। ২০৪১ সালে সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়তে যুগোপযোগী আধুনিক ও মার্ট আনসার বাহিনী গড়ে তুলতে যে কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন তিনি তা গ্রহণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতোধ্যে এ বাহিনীর উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি।

আমি প্রত্যাশা করি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সদস্য-সদস্য তাদের সততা, মেধা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব দিয়ে দেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে আরো গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সক্রিয় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সক্ষম হবে- ইনশাআল্লাহ।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৪তম জাতীয় সমাবেশের সার্বিক সফলতা ও সকল সদস্যের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি



বানী

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি বাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সদস্য-সদস্যদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শাহাদাত বরণ করেন বীর আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বার। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য জীবন উত্সর্গ করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আন্দোলনে ১২ জন বীর আনসার সদস্য মুজিববাহিনীর সরকারকে “গার্ড অব অনার” প্রদান করেন- যা এ বাহিনীকে মহির্মহন করেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিশ্বের সর্ববৃহৎ, সুশৃঙ্খল ও জনসম্পত্তি বাহিনী। বর্তমানে ১টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন এবং ২টি মহিলা আনসার ব্যাটালিয়নসহ সর্বমোট ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়নের ১৭ হাজারের অধিক নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি ৫৫ হাজারের অধিক অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং প্রায় ৫৮ লক্ষাধিক ছেছাছোরা ভিডিপি সদস্য-সদস্য রয়েছে এ বাহিনীতে।

আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় “অপারেশন উত্তরণ” এর অওতায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ৪২টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৬টি ব্যাটালিয়ন এর সদস্যরা সেখানে নিয়োজিত রয়েছে। সমতল এলাকার অন্যান্য ব্যাটালিয়নের সদস্যরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং জাতীয় সংসদ ভবন, পদ্মা সেতু ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছেন। সাধারণ আনসার সদস্যরা অঙ্গীভূত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা রক্ষা করছেন। ভিডিপি সদস্যরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদানসহ বিভিন্ন পরসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেরা যাক্ষমী হওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ও ব্যালট বক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সারাদেশে সর্বমোট ৫ লাখ ১৭ হাজার ১৪৩ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিবিড় রাখতে রেল পথ, সড়ক পথ ও লক্ষঘাটের নিরাপত্তা প্রদান করে আনসার-ভিডিপি সদস্যরা ব্যাপক সুমনা অর্জন করেছেন।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের ঐতিহ্য, সুমনা ও মর্যাদা বজায় রেখে নিষ্ঠা, সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির নিরাপত্তা রক্ষা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরো প্রশংসনীয় অবদান রাখবে। আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মঙ্গলসহ জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সামগ্রিক কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোজাফ্জুর রহমান, বিপিএ

দেশের উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম

ভূমিকা: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী। ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠালায় থেকে আদ্যাবধি প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যরা সবসময়ই নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে কর্মদক্ষতা এবং সফলতার পরিচয় দিয়েছে। “শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা”- এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে তারা দেশের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তনমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনই তাদের কার্যক্রমে রয়েছে বৈচিত্র্য- যা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

আনসার ব্যাটালিয়ন: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্থায়ী সদস্য হলো আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ২৬টি নারী ব্যাটালিয়ন ও একটি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) সহ মোট ৪২টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। তারা মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। বাহিনীকে আধুনিকায়ন করার জন্য পুরাতন আইন রহিত করে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন- ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে তাদের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী আনসার ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হলো: (ক) জননিরাপত্তামূলক কোনো কাজে সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা; (খ) দুর্যোগ মোকাবিলায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের দক্ষতা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত জনকল্যাণমূলক কার্যে অংশগ্রহণ; (গ) সরকারের নির্দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা; (ঘ) সরকারের নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা। এছাড়া উর্ধ্বতন বিধানের সামগ্রিকভাবে ক্ষমতা না করে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য বাহিনীসমূহকে সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনাকালে কোনো ব্যাটালিয়ন সদস্যর সমুখে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে তিনি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৮৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

সুদানালয় থেকে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দায়িত্ব পালন করছে। মোট ৪২টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৬টি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা “অপারেশন উত্তরণ” এর অধীনে নিয়মিত টহলে অংশগ্রহণ, ক্যাম্প ও একেপ্যুশের এলাকার নিরাপত্তা বিধান, স্ত্রাস দমন অভিযানে অংশগ্রহণ করা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালিদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন এবং সর্বোপরি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পার্বত্য এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করছে।

সমতল এলাকায় জেলা নিরীক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান ও অর্ধে উচ্ছেদ অভিযানে কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদবির আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা কাজ করছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্ত্রাস দমন ও মাদক নিয়ন্ত্রণে তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্রে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিদৃষ্টে ভাষাবিকার রাশতে তারা স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে ২৫০ প্রাচীন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য টহল কার্যক্রম ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের অবদান প্রশংসনীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, খাদ্য সহায়তা প্রদান, ফি ফিউকাল সেবা প্রদান ও গ্রাম বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বৈশ্বিক মহাদুর্ভিক্ষের অবরোধে বাস্তবায়ন, অসহায়কে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও গ্রাম বিতরণে তারা অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া ঢাকাসহ সারাদেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার তৎপরতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিদৃষ্টে নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্ধারকর্মী ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তৎক্ষণাত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সকলের হৃদয় জয় করেছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) সদস্যরা। বিশেষ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন ও ফিলিজিন রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তা রক্ষায় তারা নিয়োজিত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইসিডিআরির নিরাপত্তায় তারা কাজ করছে। এর আগে বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দুতাবারের নিরাপত্তায় তারা দায়িত্ব পালন করছে। কলপর্যবেক বাজ্জুত মিয়ানমার নাগরিকদের (FDMN) নিরাপত্তায় ভাষণের ও উত্থায় আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সচিবালয়, ডিজিএফআই এইএনআই ও রায়বহু দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে প্রেষণে কর্মরত থেকে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে।

সাধারণ আনসার: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সাধারণ আনসার। ৯০ দিনের কঠোর মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়ে যেছাছোরা হিসেবে সাধারণ আনসার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় কোম্পানি ও প্রাচীনত্ব হয়। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১১৫ জনের একটি (পুরুষ) আনসার কোম্পানি ও ৩২ জনের একটি (নারী) আনসার প্রাচীন রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে ৩২ জনের একটি করে পুরুষ আনসার প্রাচীন রয়েছে।

সাধারণ আনসার সদস্যরা নিজ এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও মাদক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। সাধারণ আনসার সদস্যদের জীব্যে সুবিধা হলো অঙ্গীভূত হয়ে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করা। বর্তমানে প্রতিটি সংসদ ভবন, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেল, হাসপাতাল, হোটেল, মোড়োলে ও ইপিডেডহাউস ৫৫ হাজারেরও অধিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় প্রায় ৫৫ হাজার অঙ্গীভূত আনসার সদস্য নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। এ সময় তারা নিম্নলিখিত হয়ে ভেনে, দেশ ও আদান সুবিধা ভাড়া করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু, শাফি মল, বাগিচা মেলা, বই মেলা, রেল স্টেশন, ট্রাফিক কন্ট্রোলসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাধারণ আনসার সদস্য-সদস্যরা জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া দুর্গাপূজা, নির্বাচন ও জরুরি প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য অঙ্গীভূত হয়ে নিরাপত্তা সেবা প্রদান করে।

“অপারেশন সুরক্ষিত যাতায়াত” এর অধীনে সড়ক, মহাসড়ক, বাস স্টেশন, লক্ষঘাট, রেল স্টেশন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করছে। সারাদেশে ১৮৫১টি পর্যাটে ১৩ হাজার আনসার-ভিডিপি সদস্যরা গভীর রাতে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীতের মধ্যে রেল লাইনের কোথায় নাট-বন্ট খুলে গেলেও, কোথায় ফিস-গ্রেট নিয়ে গেছে তা অত্যন্ত সতর্কভাবে দেখাশুনা করছে এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অগত্যা করছে। এছাড়াও ২ হাজার ৭০০ জন অঙ্গীভূত আনসার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অধীনে দায়িত্ব পালন করছে। ফলে রেল যোগাযোগ ভাষাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন একটি দম্ভতকারী মহল দেশের মধ্যে অগ্নি স্তম্ভ সত্ত্ব করছিল, আতন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল, আনসার-ভিডিপি সদস্যরা দম্ভতকারীদের প্রতিহত করতে কাজ করে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫ লাখ ১৭ হাজার ১৪৩ জন আনসার ব্যাটালিয়ন, সাধারণ আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করছে।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচেয়ে বৃহৎ অংশ হলো গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভিডিপি সদস্যদের অর্ধেকই নারী। প্রতিটি গ্রামে ৩২ জনের একটি পুরুষ ভিডিপি প্রাচীন ও ৩২ জনের একটি নারী ভিডিপি প্রাচীন রয়েছে- যাদের নেতৃত্ব থাকেন প্রতি ইউনিয়নে একজন দলনেতা ও একজন দলনেত্রী। প্রতিষ্ঠানগত থেকেই তারা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তামূলক কাজে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভিডিপি সদস্য-সদস্যদের বহুব্যবাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ও খরা) বেসিক কম্পিউটার, অটোমেকানিক্স, রেজিড্রেশন, গ্রাউন্ড এয়ারমেকানিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, ওয়েল্ডিং ফোর জি, প্রাথমি এডাড পাইপ ফিটিং, মাশিনারি এডাড রুড বাইটিং, বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন পৌইন্টিং, টেলিস্ট এডাড সেটিং, মোটর ও ফ্যানাল ডিজাইন, স্যোয়ারিং মেশিন অপারেটিং, ওডেন মেশিন অপারেটিং, টেলিগ্রাফি ও মোকানিস, আভি কারপুয়া প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাহিনীর একাডেমিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভিডিপি সদস্যরা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি সচল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

তদুপায়ের আনসার- ভিডিপি সদস্যরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সকল স্তরের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করে। বৈশ্বিক মহাদুর্ভিক্ষের কারণে শুরু থেকেই স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তাকরণ, প্রবাসীদের বাড়িতে লাল পতাকা উত্তোলন, লিফলেট বিতরণ, আইকিং, গ্রাম বিতরণে সহায়তা এবং শ্রমিক সংকেতে হাড্ড অঞ্চলের ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিয়ে মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সর্বমুহলে প্রাঙ্গণিত হয়েছে।

গত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সারা দেশের ৩২ হাজার ৮৪৫ টি পূজা মণ্ডপে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৬৬২ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য (পুরুষ ও মহিলা) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে অন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উপসহায়: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যরা শুধু নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করা ছাড়াও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে দক্ষিণে যে সাঙ্ক্যু পেয়েছে এবং এসিডিটি অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা বারিষ ভূমিকা পালন করছে। ২০৪১ সালে সার্ব বাংলাদেশে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক: উপপরিচালক মো. জাহিদুল ইসলাম, পশসংযোগ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বানী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ মাঘ ১৪৩০
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপ্তি পেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে আনসার সদস্যগণ নিজেদের গুপ্তাগারে রক্ষিত ৪০ হাজার ব্রি-নট-ব্রি রাইফেল মুক্তিযুদ্ধের হাতে তুলে দেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আন্দোলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে “গার্ড অব অনার” প্রদান করে এ বাহিনীকে করেছে গৌরববাহী। ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উত্সর্গকারী ৬৭০ জন বীর আনসারসহ সকল শহিদকে গৌরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের অন্যতম অঙ্গীভূত। জনসম্পত্তি শৃঙ্খলা এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা, বুদ্ধবোধ, বুদ্ধবোধ, বুদ্ধবোধ ও শিশুপাচার রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অবদান বদান করছে। নারীর ক্ষমতায়ন, জনকল্যাণ ও উন্নত জাতি গঠনে প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের এ বাহিনীর বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সত্যি প্রশংসনীয়। এছাড়াও স্বেচ্ছাশ্রম ও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে এ বাহিনীর সদস্যরা অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

আগামীমী লীপ সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সামগ্রিক বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাহিনীর সদস্যদের জন্য নতুন কোর্সের প্রবর্তন, পারিবারিক রেশন প্রদান, সাধারণ আনসারের রেশন সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি, সাহসিকতা ও সেবামূলক কাজের দীর্ঘতরুণ রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন, কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন গ্রেডে নতুন পদ সৃজন, টিআইডের পদেরাতি এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ব্যাটালিয়ন সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বিশেষায়িত গার্ড ব্যাটালিয়নসহ নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের স্থায়ীকরণের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং আনসার ব্যাটালিয়নের তিনটি পদবির বেতন গ্রেডের ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। বাহিনীর অবকাঠামোকে সর্বক্ষেত্রে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে অতীতের মধ্যে রেল, জেলা এবং উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবর্তিত ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় ও স্থানীয় নিরাচন, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রয়োজনে এ বাহিনীর সদস্যরা আত্মনিবেদিত ও সঙ্গীত তৎপর। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবধি, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে দায়িত্ব পালনকারী এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একক বাহিনী হিসেবে সর্বোচ্চ সংযুক্ত ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৩ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য নির্বাচনে মোতায়েন করা হয়েছিল। বৈশ্বিক